# উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)

নাম হলো হিন্দ। কুনিয়ত উম্মে সালমাহ (রাঃ)। কোরেশের মাখজুম বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া বিন মুগিরাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখজুম। মাতার নাম ছিল আতিকা বিনতে আমের। তিনি ফিরাছ বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) পিতা আবু উমাইয়া একজন বিত্তশালী ও দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বদান্যতা এবং দানশীলতার কথা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশ বিশজন মানুষ তাঁর দস্তরখানে পালিত হতো। কোন সময়ে সফরে গেলে সকল সাথীর খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত থাকতো। এইসব উদারতার জন্য তিনি 'যাদুর রাকিব' অর্থাৎ সফরকারীদের সম্পদ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সমগ্র কোরেশ গোত্রের মধ্যে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখাহতো।

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাঁর নাম ছিল আবু সালমা (রাঃ) বিন অব্দুল আসাদ। তিনি অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) যখন হকের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন তখন তাঁর মত পবিত্র স্বভাবের মানুষের পক্ষে এই দাওয়াতে প্রভাবিত না হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল। তিনি নিজের গোত্রের বিরোধিতা ও অন্যান্য মুসিবত মাথায় নিয়ে কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে সালমাও (রাঃ) সেই যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এইভাবে এই দম্পতি মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে আস-সাবিকূনাল আওয়ালূন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই সকল পবিত্র আত্মার মানুষ ইসলামের জন্য সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত সহ্য করলেও হক পথ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হননি। মুসলমানদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলো কাফেররাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। তাদের নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলে করিম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, যারা নিজের দ্বীন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য

www.WaytoJannah.Com

হিজরত করতে চায় তারা যেন হাবশা চলে যায়। সেখানে একজন নেক দিল খৃষ্টান বাদশাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

হযরত আবু সালমা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং (কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী) তাঁরাও অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে হাবশা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করার পর ফিরে এলেন এবং মদীনায় হিজরতের ইরাদা করলেন। তখন হযরত আবু সালমার (রাঃ) নিকট শুধু একটি উট ছিল। তার ওপর তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং শিশুপুত্র সালমাকে চড়ালেন ও নিজে উটের রশি ধরে পদব্রজে রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই উম্মে সালমার (রাঃ) বংশের লোকেরা অর্থাৎ বনু মুগিরাহর লোকজন এ কথা জানতে পেল। তাঁরা এসে উট ঘিরে দাঁড়ালো এবং আবু সালমাকে (রাঃ) বললো, তুমি যেতে পার। কিন্তু আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে যেতে দিতে পারি না। এ কথা বলে তারা আবু সালমার (রাঃ) হাত থেকে উটের রশি কেড়ে নিল এবং উম্মে সালমাকে (রাঃ) জোরপূর্বক নিজেদের সাথে নিয়ে চললো। ইত্যবসরে আবু সালমার (রাঃ) বংশের লোকেরা এসে পৌঁছলো। তারা উম্মে সালমার (রাঃ) শিশু পুত্র সালমাকে হস্তগত করলো এবং বনু মুগিরাহকে বললো, তোমরা যদি নিজেদের মেয়েকে আবু সালমার (রাঃ) সঙ্গে যেতে না দাও তাহলে আমরা আমাদের কবিলার শিশু পুত্রকে তোমাদের নিকট দেব না। তারা আবু সালমাকে (রাঃ) বললো, "একাকী তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।"

সে যুগে সাহাবীরা (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি পেয়েছিলেন। হযরত আবু সালমা (রাঃ) স্ত্রী ও পুত্র ছাড়াই মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) বনু মুগিরাহর নিকট এবং তাঁর শিশুপুত্র বনু আব্দুল আসাদের নেকট রয়ে গেল। দ্বীনে হকের খাতিরে পিতা, পুত্র এবং স্ত্রী তিনজন বিচ্ছিন্নতার মুসিবত সহ্য করছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) স্বামী এবং শিশুর নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের হয়ে সারাদিন একটি টিলার ওপর বসে কান্নাকাটি করতেন। পুরো একটি বছর এভাবেই কেটে গেল। একদিন বন মুগিরাহর জনৈক প্রভাবশালী ও রহমদিল ব্যক্তি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন। তিনি নিজের গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, "এই মেয়ে আমাদেরই রক্তের অংশ বিশেষ। আমরা কতদিন এই অসহায়াকে স্বামী ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবো! হে বনু মুগিরাহ! খোদার কসম, আমাদের কবিলা সম্ভ্রান্ত এবং বাহাদুর। তারা জুলুমকে কখনো ভালো জানে না।"

www.WaytoJannah.Com

এই নেকদিল ব্যক্তির বক্তৃতা শুনে অন্যদের মনেও দয়ার উদ্রেক হলো। তারা উম্মে সালমাকে (রাঃ) মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দিলো। বনু আব্দুল আসাদ যখন এই ঘটনা শুনলো তখন তাদের মনেও রহম সৃষ্টি হলো এবং সালমাকে মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিল। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে উটে সওয়ার হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে তানয়িম নামক স্থানে ওসমান বিন তালহা বিন আবি তালহা নামক এক শরীফ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি যখন উম্মে সালমাকে (রাঃ) এক শিশু পুত্রসহ একাকী সফর করতে দেখলেন তখন তাঁর অন্তর বলে উঠলো, "হে ওসমান! কোরেশের এক মহিলা একাকী সফর করবে আর তুমি তাঁকে সাহায্য করবে না এটা পৌরুষের কথা নয়।" তিনি উম্মে সালমার (রাঃ) উটের রশি ধরলেন এবং আস্তে আস্তে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। যখনই কোথাও বিশ্রাম নিতেন তখনই তিনি কোন বৃক্ষের পাশে চলে যেতেন এবং যাওয়ার সময় উট তৈরী করে নিয়ে আসতেন। মোট কথা এভাবে চলতে চলতে তাঁরা কুবা পৌছলেন। আবু সালমা (রাঃ) সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ওসমান বিন তালহা সেখান থেকে মক্কা ফিরে গেলেন এবং উম্মে সালমা (রাঃ) বিছিন্ন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি নেক চরিত্রের স্ত্রী এবং পুত্রকে পেয়ে খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ওসমান বিন তালহার নেক কাজকে সব সময় স্মরণ রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, "আমি ওসমান বিন তালহার চেয়ে শরীফ মানুষ আরদেখিনি।"

তৃতীয় হিজরীতে হযরত আবু সালমা (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং তাতে চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। একটি বিষাক্ত তীরের আঘাত লাগে তাঁর বাহুতে। ফলে তিনি আহত হন। চিকিৎসার পর সাময়িকভাবে সুস্থ হন। কিন্তু কয়েক মাস পর ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা দেখা দেয়। আর এই ব্যথার কষ্টেই তিনি পরপারে যাত্রা করেন।

তাঁর ওফাতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) খুবই ব্যথিত হন। কাতর হয়ে তিনি বারবার বলতেন, " হায়! হায়! বিদেশ বিভূয়ে কেমন মৃত্যু এলো!"

প্রিয় নবী (সাঃ) যখন হযরত আবু সালমার (রাঃ) মৃত্যুর খবর পেলেন তখন স্বয়ং তাঁর বাড়ী গেলেন এবং উম্মে সালমাকে (রাঃ) সবরের তালকিন দিলেন এবং বললেন, আবু সালমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর। মৃত্যুর সময় হযরত আবু সালমার (রাঃ) চোখ খোলা অবস্থায় ছিল। হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে সেই

www.WaytoJannah.Com

চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর সময় হুজুর (সাঃ) ৯ তাকবীর বললেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ৯ তাকবির কেন বললেন? তিনি বললেন, "আবু সালমা হাজার তাকবিরের যোগ্য।"

হযরত আবু সালমা (রাঃ) অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। একবার হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত আবু সালমাকে (রাঃ) বললেন, " আমি শুনেছি, যদি কোন মহিলার স্বামী তার জীবদ্দশায় মারা যায় এবং সেই মহিলা যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ তাকেও জান্নাতে দাখিল করান। এমনিভাবে কোন পুরুষের জীবদ্দশায় যদি তার স্ত্রী মারা যায় এবং সেই পুরুষ যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ পাক সেই পুরুষকেও জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেন। এসো আমরা দু'জন ওয়াদা করি যে, আমাদের মধ্যে যে-ই প্রথমে মারা যাবে দ্বিতীয় জন তার পর একাকীত্বের জীবন কাটাবে।"

হযরত আবু সালমা বললেন, " তুমি কি আমার কথা মানবে?"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জবাব দিলেন, "কেন মানবো না। এরচেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার জন্য আর কি হতে পারে!"

হযরত আবু সালমা (রা) বললেন, তাহলে শোন! আমি যদি প্রথমে মারা যাই, তাহলে তুমি আমার পরে অবশ্যই বিয়ে করবে।"

অতঃপর হযরত আবু সালমা (রাঃ) দোয়া করলেনঃ "হে খোদা! আমি যদি উম্মে সালমার জীবদ্দশায় মারা যাই তাহলে তুমি তাকে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করো।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ভাবতেন, আবু সালমার (রাঃ) চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে! যাহোক, হুজুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করেন।

ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু সালমার ওফাতের কিছুদিন পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কথা চিন্তা করে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নবী করিমও (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার দুঃখ ও নৈরাশ্যের ব্যাপারে খুবই প্রভাবিত ছিলেন এবং আবু সালমা (রাঃ) ও উম্মে সালমা (রাঃ) রাহে হকে যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছিলেন সে অনুভূতিও তীব্র ছিল। সুতরাং সারওয়ারে আলম (সাঃ) হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) মাধ্যমে উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এই পয়গাম কবুল করেন এবং চতুর্থ হিজরীর শওয়াল মাসে

www.WaytoJannah.Com

বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের পর তাঁকে হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে খোযায়মার গৃহে আনা হয়। ইতিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) প্রথম দিনই স্বহস্তে খানা তৈরী করেছিলেন।

হুজুর (সাঃ) উম্মে সালমাকে (রাঃ) খুরমার ছাল ভরা একটি বালিশ, দু'টো মশক এবং আটা পেশার দু'টি যাঁতা প্রদান করেছিলেন।

হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে বিয়ের পরও তিনি প্রথম স্বামীর সন্তানদেরকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে লালন-পালন করতেন। একবার রাসূলে করিমকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এইসব সন্তান প্রতি-পালনের সওয়াব পাবো"? তিনি বললেন, "হাঁ।"

হযরত ছফিনা (রাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) গোলাম ছিলেন। তিনি ছফিনাকে (রাঃ) আজীবন নবী করিমের (সাঃ) খিদমত করার শর্তে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রাঃ) এক সাদা অন্তরের সাহাবী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুর (সাঃ) বনু কুরায়জার খারাব ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ইহুদীদেরকে অবরোধ করলেন। এ সময় তিনি হযরত আবু লুবাবাকে (রাঃ) ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করলেন। আলোচনার সময় তিনি এমন এক ইঙ্গিত দিয়ে বসলেন যে, হুজুর (সাঃ) ইহুদীদেরকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) পরে অনুভব করতে পারলেন যে, তিনি মুসলমানদের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছেন। এর ফলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তিনি মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বাঁধলেন এবং তওবা ও ইসতিগফারে মশগুল হয়েপড়লেন।

কিছুদিন পর প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট তাশরীফ নিলেন। সকাল বেলা পবিত্র চেহারায় মুচকি হাসি লেপ্টে ছিল। ফরমালেন, আজ আবু লুবাবার (রাঃ) তওবা কবুল হয়েছে।

হযরত উম্মে সালমাও (রাঃ) সীমাহীন খুশী হলেন। আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অনুমতি হলে আবু লুবাবাকে (রাঃ) সুসংবাদটা শুনিয়ে দিই।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, " যদি চাও, তাহলে শুনিয়ে দাও।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নিজের হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "আবু লুবাবা, তোমার প্রতি মুবারকবাদ। তোমার তওবা কবুল হয়েছে।"

www.WaytoJannah.Com

হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হলেন। অন্যান্য সাহাবীর মধ্যেও তৎক্ষণাৎ এই খবর ছড়িয়ে পড়লো এবং তাঁরা সকলেই আবু লুবাবাকে মুবারকবাদ দানের জন্য মসজিদে নববীতে একত্রিত হলেন।

একদিন নবী করিম (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আয়াতে তাতহির

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

অবতীর্ণ হলো। হুজুর (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হযরত ইমাম হোসাইনকে (রাঃ) ডেকে আনলেন। তাঁদের ওপর নিজের কম্বল দিলেন এবং বললেন; " ইলাহি আমার! এরা আমার আহলে বাইত।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন," ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমিও কি আহলে বাইত?" তিনি বললেন, " তুমি তোমার স্থানে আছ এবং ভালো আছ।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে অছে যে তিনি (সাঃ) জবাবে বলেছিলেনঃ "হাঁ, بَلَىٰ إِنْشَاءَ اللَّهُ খোদা চাইলে।"

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসুলে করিম (সাঃ) ১৪০০ সাহাবী সমভিব্যাহারে বাইতুল্লাহর হজ্বের জন্য মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। কোরেশরা এ খবর শুনে মুসলমানদেরকে বাধা দানের সংকল্প প্রকাশ করলো। হুজুর (সাঃ) কোরেশদের সংকল্পের কথা জানতে পেরে মক্কার কয়েক মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান নিলেন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) মাধ্যমে কোরেশদেরকে পয়গাম পাঠালেন যে, শুধুমাত্র হজ্ব করাই আমাদের উদ্দেশ্য। লড়াই করার কোন ইচ্ছা নেই। হযরত ওসমানের (রাঃ) গমনের পর রটে খেল যে কোরেশরা তাঁকে শহীদ করে ফেলেছে। এ সময় নবী করিম (সাঃ) সকল সাহাবীর (রাঃ) নিকট থেকে জীবন কুরবানীর বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই বাইয়াতে বলা হয় যে, মক্কার কোরেশদের বিরুদ্ধে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যদি লড়াইয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করা হবে। ইতিহাসে এই বাইয়াত "বাইয়াতে রেদওয়ান" নামে প্রসিদ্ধ। এই বাইয়াতের কথা শুনে কোরেশরা ভীত হয়ে পড়লো এবং তারা নিম্নলিখিত শর্তে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিলঃ

(১) দশ বছর পর্যন্ত পারস্পরিক সন্ধি থাকবে। উভয় পক্ষ থেকে কারোর গমনাগমনে বাধা –বিঘ্ন থাকবে না।

www.WaytoJannah.Com

(২) আগামী বছর মুসলমানরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের অনুমতি পাবে। কিন্তু তাওয়াফের সময় তাদের নিকট হাতিয়ার থাকবে না।

(৩) কোরেশদের সঙ্গে মিশে যাওয়া অথবা মুসলমানদের সমর্থন করা প্রশ্নে সকল গোত্র স্বাধীন থাকবে। মিত্র গোত্রসমূহও এই অধিকার পাবে।

(৪) কোরেশদের কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়ে রাসুলে করিমের (সাঃ) নিকট চলে যায়, তাহলে কোরেশরা চাইবামাত্র তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি কেউ মুরতাদ হয়ে বা ধর্মদ্রোহিতা করে কোরেশের নিকট চলে যায় তাহলে কোরেশরা তাকে ফেরত দেবে না।

রাসুলে করিম (সাঃ) খোদার নির্দেশ অনুযায়ী এই সকল শর্ত মেনে নিলেন। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর মুসলিলহাত বুঝতে অক্ষম হলো। এইসব শর্তে তাঁদের মন ভেঙ্গে গেল। কেননা তাঁরা এইসব শর্তকে মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী মনে করলেন। সন্ধির পর হুজুর (সাঃ) মুসলমানদেরকে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন। ভগ্নহৃদয় সাহাবীরা (রাঃ) কুরবানী প্রদানে কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করলেন। হুজুর (সাঃ) এতে পেরেশান হলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তার নিকট পরিস্থিতির কথা বললেন। এ সময় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) পরামর্শ দিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানরা আপনার ফরমান ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। আপনি স্বয়ং বাইরে বেরিয়ে কুরবানী করুন এবং ইহরাম খোলার জন্য চুল কেটে ফেলুন।" হুজুর (সাঃ) উম্মে সালমার (রাঃ) পরামর্শ কবুল করলেন এবং কাউকে কিছু না বলে নিজেই কুরবানী করলেন ও ইহরাম খুলে ফেললেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যখন দেখলেন যে, হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ পালন আবশ্যিক তখন সবাই ধরাধর কুরবানী করলেন এবং মাথার চুল কেটে ফেললেন।

হাদীস শোনায় হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) খুব আগ্রহ ছিল। একদিন চুল বিনুনী করাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলে করিম (সাঃ) মিম্বরের ওপর তাশরীফ আনলেন এবং খুতবা প্রদান শুরু করলেন। কেবলমাত্র পবিত্র মুখ দিয়ে "হে মানুষেরা!" বাক্যটি বেরিয়েছিল এমন সময় হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) চুল বিনুনীকারিনীকে বললেন, "চুল বেঁধে দাও।" সে বললো, " এত তাড়া কিসের! হুজুর (সাঃ) তো সবেমাত্র হে মানুষেরাই বলেছেন।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজের চুল স্বয়ং বাঁধলেন এবং ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমরা কি মানুষের মধ্যে পরিগণিত নই?" অতঃপর অত্যন্ত মনোযোগের সাথে খতুবা শুনলেন।

www.WaytoJannah.Com

রাসূলে করিমের (সাঃ) প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মোচ বরকত হিসেবে রূপার একটি কৌটাতে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। সহিহ বুখারীতে আছে, সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কেউ কষ্ট পেলে তিনি এক পেয়ালা পানি ভরে তাঁর নিকট আনতেন। তিনি পবিত্র মোচ বের করে পানিতে নাড়তেন। এই পানির বরকতে কষ্ট দূর হয়ে যেত।

মুসনাদে আহমদে আছে, একবার হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! পবিত্র কুরআন শরীফে আমাদের কথা উল্লেখ নেই, এর কারণ কি? হুজুর (সাঃ) তাঁর কথা শুনে মিম্বরের ওপর তাশরীফ নিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ১১ হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হুজরায় প্রায়ই যেতেন। একদিন হুজুরকে (সাঃ) খুবই অসুস্থ দেখে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হুজুর (সাঃ) নিষেধ করে বললেন, "মুসবিতের সময় চেঁচিয়ে ক্রন্দন করা মুসলমানের জন্য ঠিক নয়।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) অত্যন্ত যাহেদ ছিলেন। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রমযানের মাস ছাড়াও প্রত্যেক মাসেই আবশ্যিকভাবে তিনটি রোযা রাখতেন। আদেশ নিষেধ পালনে সীমাহীন যত্নবান ছিলেন।

একবার তিনি একটি হার পরিধান করেছিলেন। এই হারে কিছুটা স্বর্ণ ছিল। হুজুর (সাঃ) তা অপছন্দ করলেন না। ফলে তিনি তা খুলে ফেললেন অথবা ভেঙ্গে ফেললেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, ৬১ হিজরীর যেদিন ইমাম হোসাইন (রাঃ) মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাথীদেরসহ কারবালার মাঠে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন সেদিন রাতে উম্মে সালমা (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, রহমতে দো-আলম (সাঃ) তাশরীফ এনেছেন। মাথা ও দাড়ি মোবারক ধূলি ধূসরিত এবং খুবইচিন্তাযুক্ত।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবস্থা কি?"

www.WaytoJannah.Com

তিনি বললেন, "হোসাইনের (রাঃ) নিহত স্থান থেকে আসছি।"

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন, " ইরাকীরা হোসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে। খোদা তাদেরকে হত্যা করবেন। তারা হোসাইনের (রাঃ) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। খোদার অভিশাপ তাদের ওপর।"

হযরত উম্মে সালমাও (রাঃ) পিতার মতই দানশীলা ছিলেন। অন্যদেরকেও তিনি দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কোন অভাবগ্রস্ত তাঁর গৃহ থেকে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বেশী না হলেও অল্প যা কিছু থাকতো তাই তিনি অভাবগ্রস্তকে দান করতেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে ৩৭৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। মর্যাদার দিক থেকে হযরত আয়েশার (রাঃ) পরই তাঁর স্থান। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁর তিলাওয়াত প্রিয় নবীর (সাঃ) তিলাওয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, মেধা এবং সঠিক রায়ের নিয়ামতের বেশ খানিকই দান করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) ফতওয়াসমূহ দিয়ে একটি ছোট পুস্তিকাই প্রণয়ন করা যেতে পারে। তাঁর ফতওয়াবলী সর্বসম্মত ফতওয়া হিসেবেই পরিগণিত। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ৬৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জানাযার নামাজ পড়ান।

হুজুর (সাঃ)–এর ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। আবু সালমার (রাঃ) পক্ষ থেকে চার সন্তান ( দুই পুত্র এবং দুই কন্যা) জন্ম নিয়েছিল। তাঁদের নাম হলোঃ প্রথম, সালমা (রাঃ)। তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত হামযার (রাঃ) কন্যা উমামার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, ওমর (রাঃ)। হযরত আলীর (রাঃ) খিলাফতকালে তিনি বাহরাইন ও পারস্যের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ যয়নব (রাঃ) এবং দুররাহ (রাঃ) (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী রোকেয়া) তাঁর কন্যা ছিলেন।

www.WaytoJannah.Com